



সন্মিলিতের বিশ্বদর্পণ

Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026, UDYAM-WB-11-0097957

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় মাস, সপ্তদশ সংখ্যা, সোমবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, শ্রাবণ ২৪, ইংরিজি ২০২৬, আগস্ট ১০



শিল্প বিপ্লবের মুখ ভারত

পুদুচেরি

পুলিশকে

রাষ্ট্রপতি রঙ

নয়াদিপ্লি: আগামী দিনের শিল্পবিপ্লব তথ্যপ্রযুক্তি-নির্ভর না হয়ে মূলত জৈবপ্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-নির্ভর হবে এবং সেই পরিবর্তনে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে জানানেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্ব) তথা প্রধানমন্ত্রীর দফতরের প্রতিমন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং। তাঁর দাবি, প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারত এখন আর শুধুমাত্র অনুসরণকারী দেশ নয়, বরং উদীয়মান প্রযুক্তির একাধিক ক্ষেত্রে বিশ্বের নেতৃত্বদানকারী দেশগুলির অন্যতম। একটি সংবাদমাধ্যমের সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ড. জিতেন্দ্র সিং বলেন, আগের শিল্পবিপ্লব মূলত তথ্যপ্রযুক্তি-নির্ভর হওয়ায় ভারত সেই পরিবর্তনে তুলনামূলকভাবে দেরিতে অংশ নিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী শিল্পবিপ্লবের চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে চলেছে। জৈবপ্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাই আগামী দিনের শিল্প ও অর্থনীতির রূপ নির্ধারণ করবে এবং ভারত ইতিমধ্যেই সেই পরিবর্তনের অংশ হয়ে উঠেছে। তিনি জানান, ভারত বর্তমানে বিশ্বের হাতে গোনা কয়েকটি দেশের মধ্যে রয়েছে, যাদের নিজস্ব জৈবপ্রযুক্তি নীতি ‘বায়ো-ই৩’ রয়েছে। পাশাপাশি দেশে জাতীয় কোয়ান্টাম মিশন এবং ইন্ডিয়াএআই মিশন চালু হয়েছে। মহাকাশ ও অন্যান্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও ভারত দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। ভারতের মহাকাশ অর্থনীতির প্রসঙ্গ তুলে মন্ত্রী জানান, একসময় এই ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক পরিসর প্রায় নগণ্য থাকলেও বর্তমানে তা প্রায় ৯০০ কোটি মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। আগামী আট থেকে নয় বছরের মধ্যে এই অর্থনীতি ৪,০০০ থেকে ৪,৫০০ কোটি মার্কিন ডলারে পৌঁছিতে পারে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। দেশের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির উল্লেখ করে ড. জিতেন্দ্র সিং বলেন, ভারত এখন একাধিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। চন্দ্রযান অভিযানের মাধ্যমে চাঁদে জল অণুর উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়ার বিষয়টিকে তিনি ভারতীয়

মহাকাশ গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন। তাঁর মতে, ভারতে প্রতিভা বা বৈজ্ঞানিক সক্ষমতার কখনও অভাব ছিল না। প্রয়োজন ছিল এমন একটি সহায়ক নীতিগত পরিবেশ, যা সেই প্রতিভা ও সক্ষমতাকে বাস্তব ফলাফলে রূপান্তরিত করতে পারে। আগামী শিল্পক্ষেত্রে জৈবপ্রযুক্তির গুরুত্বও তুলে ধরেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, জৈবপ্রযুক্তি ভবিষ্যতে চিকিৎসাবিজ্ঞান, কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন আনবে। একই সঙ্গে নতুন শিল্প, কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক বিকাশের সুযোগও তৈরি করবে। সরকারের ‘বায়ো-ই৩’—বায়োটেকনোলজি ফর ইকোনমি, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট উদ্যোগের লক্ষ্য দেশের জৈবপ্রযুক্তি পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করা। ২০২০ সালে মহাকাশ ক্ষেত্রকে বেসরকারি অংশগ্রহণের জন্য উন্মুক্ত করার সিদ্ধান্তের কথাও তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁর মতে, সঠিক নীতিগত পরিবেশ তৈরি করা হলে দেশের অভ্যন্তরে থাকা প্রতিভা ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতাকে দ্রুত কাজে লাগানো সম্ভব। মহাকাশ ক্ষেত্রে একাধিক ভারতীয় স্টার্ট-আপের উত্থানকে তিনি এই পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন। পরমাণু শক্তির ক্ষেত্রেও বেসরকারি অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি হওয়ার প্রসঙ্গ তুলে ধরে ড. জিতেন্দ্র সিং বলেন, নতুন ক্ষেত্রগুলি বেসরকারি শিল্পের সামনে খুলে দেওয়ার পাশাপাশি সংস্থাগুলিকেও ভবিষ্যতের প্রযুক্তি ও শিল্পের জন্য নিজেদের সক্ষমতা তৈরি করতে হবে। ২০৪৭ সালের লক্ষ্য পূরণের জন্য ভারতের হাতে সময় সীমিত বলেও সতর্ক করেন তিনি। বিশ্বের সামনে দেশের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে হলে প্রতিটি ক্ষেত্রকে সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হতে হবে এবং নতুন নতুন ক্ষেত্রে বেসরকারি শিল্পকে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে হবে। সরকার সেই পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিগত পরিবেশ তৈরি

করছে বলে জানান তিনি। প্রযুক্তি কীভাবে শিক্ষার সুযোগকে আরও গণতান্ত্রিক করে তুলছে, সেই বিষয়টিও তুলে ধরেন মন্ত্রী। বড় শহরের বাইরে আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারের পড়ুয়ারাও এখন ডিজিটাল শিক্ষার মাধ্যমে উচ্চমানের শিক্ষা ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির সুযোগ পাচ্ছে বলে জানান তিনি। প্রযুক্তির সাহায্যে এমন এক শিক্ষার্থী আইআইটি-জেইই পরীক্ষায় সাফল্য পেয়েছে, যার পরিবার আর্থিকভাবে অত্যন্ত সীমিত অবস্থায় ছিল—এই অভিজ্ঞতার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। একইভাবে ভারতের স্টার্ট-আপ ক্ষেত্রের প্রসারও এখন আর বড় শহরকেন্দ্রিক নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি। ছোট শহর ও মফস্বল থেকেও তরুণ উদ্যোক্তারা উঠে আসছেন। প্রযুক্তিতে সহজ প্রবেশাধিকার এবং তা কার্যকরভাবে ব্যবহারের ক্ষমতা তরুণ প্রজন্মের সামনে নতুন সুযোগ তৈরি করছে বলেও জানান তিনি। সরকারের প্রশাসনিক সংস্কারের প্রসঙ্গে ড. জিতেন্দ্র সিং জানান, ইতিমধ্যেই প্রায় ২,০০০টি অপ্রচলিত আইন ও বিধান বাতিল করা হয়েছে। সমাজ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের পরও যে পুরনো বিধানগুলি কার্যকর ছিল, সেগুলির অনেকগুলিই এই প্রক্রিয়ায় সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিবার পেনশনে অবিবাহিত কন্যাদের অধিকার, মহিলা সরকারি কর্মীদের মনোনয়নের অধিকার এবং চাকরিতে দশ বছর পূর্ণ করার আগে কোনও কর্মীর মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারের পেনশন সংক্রান্ত বিধানে পরিবর্তনের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। একই সঙ্গে বহু নথিতে গেজেটেড অফিসারের সত্যায়নের বাধ্যবাধকতা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে নাগরিক এবং তরুণদের প্রতি প্রশাসনের আস্থার প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। ড. জিতেন্দ্র সিং বলেন, ২০৪৭-এর ভারতকে শুধুমাত্র অন্যদের

দ্বিতীয় পাতায়

নগর আবাসনে বড় সাফল্য

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ১ কোটির বেশি বাড়ি হস্তান্তর

নয়াদিপ্লি: দেশের শহরাঞ্চলে সশ্রমী আবাসনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা—নগর (পিএমএওয়াই-ইউ) এবং পিএমএওয়াই-ইউ ২.০-তে এখনও পর্যন্ত ১ কোটি ২৫ লক্ষেরও বেশি বাড়ি অনুমোদিত হয়েছে। এর মধ্যে ১ কোটিরও বেশি বাড়ি নির্মাণ সম্পূর্ণ করে উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। শহুরে দরিদ্র ও যোগ্য পরিবারগুলির জন্য পাকা বাড়ির সুযোগ আরও বাড়তে পিএমএওয়াই-ইউ ২.০-এর বাস্তবায়নও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্র। এই অগ্রগতির মধ্যেই গত ৬ আগস্ট নয়াদিপ্লির সংকল্প ভবনে পিএমএওয়াই-ইউ ২.০-এর কেন্দ্রীয় অনুমোদন ও পর্যবেক্ষণ কমিটির অষ্টম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। নগরোন্নয়ন দফতরের সচিব সতেন্দ্র সিংয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পাঠানো আবাসন প্রস্তাব পর্যালোচনা এবং নতুন বাড়ির অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠকে অন্ধ্রপ্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ, বিহার, ছত্তীসগড়, গুজরাত, জম্মু ও কাশ্মীর, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মণিপুর, ওড়িশা, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, তেলঙ্গানা, উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির পরিবারের জন্য ২ লক্ষ ৯ হাজারেরও বেশি বাড়ি অনুমোদিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৪২ হাজার বাড়ি উপভোক্তা-নেতৃত্বাধীন নির্মাণ বা বিএলসি খাতে রয়েছে। এই ব্যবস্থায় উপভোক্তারা নিজেদের জমিতে পাকা বাড়ি নির্মাণের জন্য সর্বোচ্চ ২.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পান। এছাড়া ৬৭,০৪৫টি বাড়ি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সশ্রমী আবাসন বা এইচসিপি খাতে অনুমোদিত হয়েছে। এই ব্যবস্থায় রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সঙ্গে সরকারি বা বেসরকারি সংস্থার

অংশীদারিত্বে সশ্রমী আবাসন প্রকল্প গড়ে তোলা হয়। সাম্প্রতিক অনুমোদনের ফলে পিএমএওয়াই-ইউ ২.০-এর অধীনে মোট অনুমোদিত বাড়ির সংখ্যা ১৮.৩৮ লক্ষ ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে ১৪.৪০ লক্ষ বাড়ি বিএলসি, ২.৪৮ লক্ষ এইচসিপি, ১.৩৬ লক্ষ বাড়ি সুদ ভর্তুকি প্রকল্পের উপভোক্তাদের জন্য এবং ১৩,০৪৬টি বাড়ি সশ্রমী ভাড়ার আবাসন খাতে অনুমোদিত হয়েছে। বৈঠকে প্রকল্পের বাস্তবায়নের গতি, অনুমোদিত বাড়ির নির্মাণ শুরু ও সম্পূর্ণ হওয়ার সময়সীমা, ভূ-চিহ্নিতকরণ, তহবিলের ব্যবহার, উপভোক্তা যাচাই এবং বাড়িতে বসবাসের পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। দ্রুত বাস্তবায়ন, সময়মতো অর্থ ছাড়, কার্যকর নজরদারি এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের ওপর জোর দেন নগরোন্নয়ন দফতরের সচিব। পিএমএওয়াই-ইউ ২.০ শুধু আবাসন নির্মাণের কর্মসূচি নয়, বরং শহুরে পরিবারগুলির সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ বলেও কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। বিশেষ করে মহিলা, তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি, সংখ্যালঘু, প্রবীণ, বিশেষভাবে সক্ষম এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আবাসনের প্রয়োজনকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অষ্টম বৈঠকে অনুমোদিত ২.০৯ লক্ষ বাড়ির মধ্যে ২.০৩ লক্ষ বাড়িই মহিলাদের নামে বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া ১৬,৬৬২টি বাড়ি প্রবীণদের জন্য, ২১,৯৫৪টি তফসিলি জাতিভুক্ত উপভোক্তা, ১৪,২৫২টি তফসিলি উপজাতি এবং ৭৫,৫১১টি অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির উপভোক্তাদের জন্য অনুমোদিত

হয়েছে। সামগ্রিকভাবে পিএমএওয়াই-ইউ এবং পিএমএওয়াই-ইউ ২.০-তে অনুমোদিত ১.২৫ কোটিরও বেশি বাড়ির মধ্যে প্রায় ১ কোটি বাড়ি মহিলাদের নামে—পরিবারের মহিলা প্রধানের নামে অথবা যৌথ মালিকানায়। কেন্দ্রের মতে, বাড়ির মালিকানায় মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলে তাঁদের আর্থিক নিরাপত্তা, সামাজিক ক্ষমতায়ন এবং পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ আরও বাড়ছে। ২০১৫ সালের জুন মাসে ‘সকলের জন্য আবাসন’ লক্ষ্য নিয়ে পিএমএওয়াই-ইউ চালু হয়েছিল। সেই কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় পিএমএওয়াই-ইউ ২.০ শহুরে ভারতের আরও ১ কোটি যোগ্য অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, নিম্ন ও মধ্য আয়ের পরিবারের আবাসনের চাহিদা পূরণের লক্ষ্য নিয়েছে। বার্ষিক ৯ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়কারী যোগ্য পরিবারের বিভিন্ন ধরনের আবাসন চাহিদা পূরণে প্রকল্পের পৃথক ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজস্ব বাড়ি নির্মাণ, সশ্রমী আবাসন প্রকল্প, গৃহঋণে সুদ ভর্তুকি এবং মানসম্মত ভাড়ার আবাসনের সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে। কেন্দ্রের দাবি, দ্রুত অনুমোদন ও নির্মাণের মাধ্যমে শহুরে দরিদ্র পরিবারগুলির জন্য নিরাপদ, সশ্রমী এবং মর্যাদাপূর্ণ পাকা বাড়ি নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া আরও গতি পেয়েছে। ‘সকলের জন্য আবাসন’-এর লক্ষ্য পূরণে পিএমএওয়াই-ইউ ২.০ আগামী দিনে এই কর্মসূচিকে আরও বিস্তারিত করে। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গেও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণের কাজ পুরোদমে শুরু হয়েছে। অতি দ্রুত বেনিফিসিয়ারিদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর জন্য পদক্ষেপ করেছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি গত পনেরো বছরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় কীধরণের দুর্নীতি হয়েছে, তা খতিয়ে দেখার কাজও শুরু হয়েছে।

অপ সিঁদুর সাহসের প্রতীক ও রক্তদান মানবিকতার- রাজনাথ

নয়াদিপ্লি: ‘অপারেশন সিঁদুর’ ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর অসীম সাহস ও পরাক্রমের নজির স্থাপন করেছে বলে মন্তব্য করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। শনিবার দিল্লি ক্যান্টনমেন্টের বেস হাসপাতালে আয়োজিত ‘সিঁদুর মহারক্তদান যাত্রা’ রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভারত যে কোনও সীমা পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত—‘অপারেশন সিঁদুর’ সেই বার্তাই বিশ্বকে দিয়েছে। রাজনাথ সিং বলেন, পাকিস্তানে ঘাঁটি গেড়ে থাকা জঙ্গি ও তাদের মদতদাতাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর পদক্ষেপ দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নে ভারতের দৃঢ় অবস্থানকে স্পষ্ট করেছে। ভারতের দিকে যারা কুদৃষ্টি দেওয়ার সাহস দেখাবে, তাদের কঠিন পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর সাহসিকতার সঙ্গে ‘সিঁদুর মহারক্তদান যাত্রা’র তুলনা করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, একটি যেমন দেশের শক্তি ও সাহসের প্রকাশ, অন্যটি তেমনি মানবিকতা ও সহমর্মিতার প্রতীক। মহারাষ্ট্রের প্রায় এক হাজার কুস্তিগির ও ক্রীড়াবিদ এই রক্তদান কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতি সংহতি ও নিঃস্বার্থ সেবার নজির স্থাপন করেন। রক্তদাতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাজনাথ সিং বলেন, আজ সংগৃহীত রক্ত ভবিষ্যতে প্রয়োজনের সময় সেনাকর্মী ও তাঁদের পরিবারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মজুত হিসেবে কাজে আসবে। তিনি রক্তদানকে ‘জীবনদান’ ও ‘মহাদান’ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, বিজ্ঞান ও চিকিৎসাক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সত্ত্বেও মানুষের রক্তের কোনও কৃত্রিম বিকল্প এখনও তৈরি হয়নি।

মানবদেহই রক্তের একমাত্র উৎস এবং একজন মানুষের রক্ত অন্য মানুষের জীবন বাঁচাতে পারে। তাই রক্তদান অন্যতম মহৎ দানের রূপ। প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, রক্তদাতা এবং রক্তগ্রহীতা—উভয়েই নিজ নিজভাবে দেশের সেবা করছেন। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে রক্তদানকে সামাজিক সংস্কৃতির অংশ করে তোলার আহ্বান জানান তিনি। ২০৪৭ সালে স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্তির সময় ভারতের লক্ষ্য শুধু উন্নত অর্থনীতি গড়ে তোলা নয়; এমন একটি সহমর্মী সমাজ তৈরি করাও হওয়া উচিত, যেখানে মানুষ সুস্থ ও নিরাপদ থাকবে এবং প্রয়োজনের সময় রক্তের মতো জীবনরক্ষাকারী সম্পদ সহজেই পাওয়া যাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তরুণদের শারীরিক সক্ষমতা বাড়ানোর ওপরও জোর দেন রাজনাথ সিং। তাঁর মতে, সুস্থ ও ফিট মানুষ সমাজের জন্য আরও বড় সম্পদ এবং রক্তদানের মতো মহৎ কাজে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রেও তারা অধিক সক্ষম। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের ‘খেলো ইন্ডিয়া’ ও ‘ফিট ইন্ডিয়া’র মতো উদ্যোগ নাগরিকদের, বিশেষ করে যুবসমাজকে জীবনযাপনের অংশ হিসেবে শরীরচর্চা ও সুস্থতার দিকে উৎসাহিত করছে বলেও তিনি জানান। মহারাষ্ট্রের সাহস ও মানবিকতার দীর্ঘ ইতিহাসের কথাও তুলে ধরেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের উত্তরাধিকার প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্য, শারীরিক শক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য শুধু নিজের সক্ষমতা প্রদর্শন নয়, বরং অন্যকে রক্ষা করা এবং দেশের নিরাপত্তায় অবদান রাখা। ছত্রপতি শিবাজী

দ্বিতীয় পাতায়

সম্পাদকীয়

আপারেশন সিঁদুর দেখিয়েছিল, ভারতের নির্ভুল লক্ষ্য অর্জনের ক্ষমতা। এই নির্ভুল লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রটা কোনওসময়েই খুব একটা মসৃণ ছিল না। কালা চামড়ার দেশ হিসেবে আফ্রিকান দেশগুলির সঙ্গেই ভারতের তুলনা টানা হত। তবে যা ছিল, যেটুকু আছে, তাও বড় কম কথা নয়। দাঁত কামড়ে পড়ে থেকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কুড়ি শতাংশ যদি ভারত তথাকথিত উচ্চবিত্ত দেশগুলির থেকে শেখে, তবে বাকি ৮০ শতাংশ পূর্ণ করে স্বীয় কল্পনাশক্তির ভরসায়ে। সেই কথাই অপারেশন সিঁদুর বারেবারে ঘোষণা করেছে। ঠিক এই লক্ষ্যেই গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় নৌবাহিনী ও মার্কিন নৌবাহিনীর মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে চলা বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়করণ মহড়া ২০২৬। ১০ থেকে ১৪ আগস্ট কোচির সাদার্ন নেভাল কমান্ডে অনুষ্ঠিতব্য এই পাঁচ দিনের মহড়া নিছক একটি নিয়মিত সামরিক প্রশিক্ষণ নয়। এর মাধ্যমে দুই দেশের বিশেষজ্ঞ ডাইভিং এবং বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়করণ দল নিজেদের সক্ষমতা, অভিজ্ঞতা ও কার্যপদ্ধতি পরস্পরের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ পাবে। বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের মতবিনিময়, যৌথ প্রশিক্ষণ, সরঞ্জাম প্রদর্শন এবং বাস্তব পরিস্থিতি-ভিত্তিক অনুশীলন এই মহড়াকে আরও কার্যকর করে তুলবে। বিশেষ করে বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়করণের মতো উচ্চঝুঁকির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের সঙ্গে অভিজ্ঞতার বিনিময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি ভুল সিদ্ধান্ত যেমন

প্রাণহানি ঘটাতে পারে, তেমনই একটি সঠিক এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত বহু মানুষের জীবন রক্ষা করতে পারে। অন্যদিকে, এই মহড়ার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল আন্তঃপরিচালন সক্ষমতা বৃদ্ধি। ভারত ও মার্কিন নৌবাহিনী ভবিষ্যতে কোনও জটিল সামুদ্রিক পরিস্থিতিতে একসঙ্গে কাজ করলে তাদের মধ্যে যোগাযোগ, সমন্বয় এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া যত বেশি থাকবে, অভিযান তত বেশি কার্যকর হবে। মহড়ার মাধ্যমে সেই সমন্বয়কে বাস্তব প্রশিক্ষণের স্তরে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। ভারতীয় নৌবাহিনী ও মার্কিন নৌবাহিনীর মধ্যে উদ্ধারকাজ এবং বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়করণ সংক্রান্ত যৌথ মহড়া ২০০৫ সাল থেকেই হয়ে আসছে। আসন্ন মহড়াটি এই ধারাবাহিকতার অষ্টম পর্ব। অর্থাৎ, এটি কোনও বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ নয়; বরং দীর্ঘদিনের সামুদ্রিক সহযোগিতার একটি ক্রমবর্ধমান অধ্যায়। এই ধারাবাহিকতা দুই দেশের নৌসম্পর্কে পারস্পরিক আস্থা ও পেশাগত সহযোগিতার ভিত্তিকেই তুলে ধরে। ভারতের দৃষ্টিকোণ থেকে এই ধরনের সহযোগিতার গুরুত্ব আরও বিস্তৃত। ভারত ক্রমশ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক শক্তি হিসেবে নিজের ভূমিকা বাড়াচ্ছে। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমুদ্রপথের নিরাপত্তা, বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল এবং সামুদ্রিক পরিকাঠামোর সুরক্ষা ভারতের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। সেই কারণে জলের তলায় বিস্ফোরক শনাক্ত ও নিষ্ক্রিয় করা কিংবা বিশেষায়িত উদ্ধার অভিযানের মতো সক্ষমতা শক্তিশালী করা প্রয়োজনীয়।

নেশামুক্ত ভারতের মূল লক্ষ্য ফিটনেসই

নয়াদিগ্লি: মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তুলে তরুণ প্রজন্মকে সুস্থ ও সক্রিয় জীবনযাপনে উৎসাহিত করতে দেশজুড়ে অনুষ্ঠিত হল ‘ফিট ইন্ডিয়া সানডেজ অন সাইকেল’-এর ৮৫তম পর্ব। গুজরাট থেকে কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী ড. মনসুখ মাণ্ডব্য এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা ‘নেশামুক্ত ভারত’-এর লক্ষ্যে সম্মিলিতভাবে শপথ নেন। কর্মসূচির মূল বার্তা ছিল— ‘ফিটনেসকে হ্যাঁ, মাদককে না।’ যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের উদ্যোগে ‘ফিট ইন্ডিয়া’ আন্দোলনের অধীনে আয়োজিত এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল মাদক ও অন্যান্য ক্ষতিকর আসক্তির বিকল্প হিসেবে শরীরচর্চা ও সুস্থ জীবনযাপনকে সামনে আনা। বিশেষ করে দেশের তরুণদের শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকার পাশাপাশি মাদকবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতেই এই উদ্যোগ। ড. মাণ্ডব্য ‘সানডেজ অন সাইকেল’-কে একটি গণআন্দোলনে পরিণত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রীর ‘ফিট ইন্ডিয়া’ আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই কর্মসূচি ইতিমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। দেশের ১০ হাজারেরও বেশি স্থানে সাইক্লিংয়ের মাধ্যমে তরুণ ও সাধারণ মানুষ সুস্থ জীবনযাপন এবং মাদকবিরোধী বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ড. মাণ্ডব্যর উদ্যোগে ‘সানডেজ অন সাইকেল’ কর্মসূচির সূচনা হয়। মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে ৩০ লক্ষেরও বেশি মানুষ এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। দিল্লিতে মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় মেজর ধ্যানচাঁদ ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ‘নেশামুক্ত ভারত’ শপথ। সেখানে এক হাজারেরও বেশি অংশগ্রহণকারী মাদকমুক্ত জীবনযাপন এবং নিজদের পরিবার, বন্ধু ও সমাজকে স্বাস্থ্যকর জীবনধারণে পথে উৎসাহিত করার অঙ্গীকার করেন। রবিবার ভোর থেকেই শুরু হয় বিভিন্ন শরীরচর্চার কর্মসূচি। সকাল সাড়ে ৫টার মধ্যে এক হাজারেরও বেশি মানুষ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। যোগাসন ও জুহার পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীরা ইন্ডিয়া গেট ও কর্তব্যপথ সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ৫ কিলোমিটার সাইকেল যাত্রায় অংশ নেন। অনুষ্ঠানস্থলে অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি বিশেষ

হরমুজ খোলায় সমঝোতা

নয়াদিগ্লি: হরমুজ প্রণালীতে নতুন নৌপথ নির্ধারণ নিয়ে ওমানের সঙ্গে সমঝোতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে জানাল ইরান। তবে এই সমঝোতা সম্পন্ন হলেও অবিলম্বে প্রণালী খুলে দেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট করেছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাকচি। তাঁর বক্তব্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একাধিক শর্ত পূরণ করতে হবে; তার পরেই বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের জন্য হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ইরানি সংবাদ সংস্থা মেহেরকে দেওয়া বক্তব্যে আরাকচি জানান, ইরান ও ওমানের মধ্যে হরমুজ প্রণালী সংক্রান্ত চুক্তি এখন ‘চূড়ান্ত পর্যায়ে’। চুক্তিতে মার্কিন শর্ত পূরণ এবং প্রণালী পুনরায় খোলার পর কোন কোন নতুন নৌপথ ব্যবহার করা হবে, তার রূপরেখা নির্ধারিত হবে। এর আগে মার্কিন এক কর্মকর্তা রয়টাসকে জানিয়েছিলেন, ইরান ও ওমানের মধ্যে সমঝোতা প্রায় সম্পূর্ণ এবং এর ফলে অচিরেই বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল শুরু হতে পারে। হরমুজ প্রণালী দিয়ে ইরানের অবরোধের আগে বিশ্বের মোট তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস পরিবহনের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ চলাচল করত। তবে তেহরান জানিয়েছে, ওয়াশিংটনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা এখনই শুরু করার কোনও পরিকল্পনা নেই। আরাকচির বক্তব্য, জুন মাসে স্বাক্ষরিত অন্তর্বর্তী সমঝোতার শর্তগুলি যুক্তরাষ্ট্র লঙ্ঘন না করা পর্যন্ত ইরান আলোচনায় ফিরবে না। যদিও দুই দেশের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে বার্তা আদান-প্রদান চলছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অ্যাক্সিওসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইরানের সঙ্গে বর্তমান যোগাযোগকে ‘আংশিক আলোচনা’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর দাবি, ইরানের অর্থনীতি বর্তমানে প্রবল মূল্যস্ফীতি এবং

আর্থিক সংকটের মুখে রয়েছে। হরমুজ প্রণালী পুনরায় খোলার ক্ষেত্রে ইরানের একাধিক শর্ত রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বিদেশমন্ত্রী আরাকচি বলেছেন, মার্কিন হামলার ফলে ইরানের যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ইরানের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার সচিব মহম্মদ বাকের জোলঘাদরও একাধিক শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন ছমকি বন্ধ করা, ইরানের ওপর সামরিক আগ্রাসন বন্ধ করা, অবরোধ ও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং বিদেশে আটকে থাকা ইরানের সম্পদ মুক্ত করা। একই সঙ্গে লেবানন, প্যালেস্টাইন, ইয়েমেন ও ইরাকে ইরানের মিত্রদের বিরুদ্ধে আক্রমণ বন্ধ করার দাবিও জানিয়েছে তেহরান। অন্যদিকে, মার্কিন পক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী, বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল নির্বিঘ্নে পুনরায় চালুর চুক্তি ঘোষিত হলে ইরানি বন্দরগুলির ওপর মার্কিন অবরোধ প্রত্যাহার করা হতে পারে। তবে এর সঙ্গে ইরানের নিজস্ব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের বিষয়টিও যুক্ত থাকবে। এই পরিস্থিতিতে হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল কীভাবে পরিচালিত হবে, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় উপসাগরে প্রবেশকারী জাহাজগুলির ওপর ইরানের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার কথা উঠে এসেছে। তবে আন্তর্জাতিক জাহাজ পরিবহণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মহল মনে করছে, এই ধরনের ব্যবস্থা বাস্তবে কার্যকর করা সহজ হবে না। হরমুজ প্রণালীকে ঘিরে আলোচনার মধ্যেই উপসাগরীয় অঞ্চলে নতুন করে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহি শনিবার অভিযোগ করেছে, ইরান তাদের রাষ্ট্রীয় তেল সংস্থার সঙ্গে যুক্ত একটি জাহাজে হামলা চালিয়েছে। ইরান এই অভিযোগের বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনও

মন্তব্য করেনি। অন্যদিকে, ইয়েমেনে সক্রিয় হুথি গোষ্ঠীও সৌদি আরবের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান জোরদার করেছে। গত মাসে তারা লোহিত সাগরে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে নৌ অবরোধ ঘোষণা করেছিল। ইয়েমেনে সৌদি আরবের অবরোধের প্রতিবাদেই এই পদক্ষেপ বলে দাবি করেছিল হুথিরা। রিয়াধ অবশ্য সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। রবিবার হুথিরা সৌদি আরামকোর জিজান শোধানাগারে হামলার দাবি করেছে। তাদের সামরিক মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি জানান, একটি ড্রোনের মাধ্যমে ওই শোধানাগারকে প্রতিদিন প্রায় ৪ লক্ষ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল প্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতা রয়েছে। সৌদি জ্বালানি মন্ত্রক জানিয়েছে, শোধানাগারে আগুন লাগলেও পরে তা নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে এবং কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ঘটনার কারণ সম্পর্কে মন্ত্রক কোনও মন্তব্য করেনি। এরই মধ্যে আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সৌদি আরব তুরস্ক ও পাকিস্তানের সঙ্গে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। তুরস্কের বিদেশমন্ত্রী হাকান ফিদান অবশ্য স্পষ্ট করেছেন, এই জোট কোনও নির্দিষ্ট দেশ—ইরানসহ—কে লক্ষ্য করে গড়ে তোলা হয়নি। বরং এর উদ্দেশ্য পারস্পরিক নিরাপত্তা সহযোগিতা নিশ্চিত করা। সব মিলিয়ে হরমুজ প্রণালী ঘিরে ইরান-ওমানের সম্ভাব্য সমঝোতা বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলেও, তেহরানের সঙ্গে ওয়াশিংটনের অমীমাংসিত শর্ত, ক্ষতিপূরণ ও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি এবং উপসাগরীয় অঞ্চলে একের পর এক হামলা পরিস্থিতিকে এখনও অনিশ্চিত করে রেখেছে। ফলে চুক্তির চূড়ান্ত রূপ এবং হরমুজ প্রণালী পুনরায় কবে সম্পূর্ণভাবে খুলবে, তা নির্ভর করছে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বৃহত্তর সমঝোতার ওপর।

সাহসের প্রতীক

প্রথম পাতার বাকি অংশ
মহারাজের ভূমি থেকে আসা ক্রীড়াবিদ ও কুস্তিগিরদের এই উদ্যোগ তাই দেশের প্রতি মহৎ সেবা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সশস্ত্র বাহিনীর চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত রক্তের মজুত রাখা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সামরিক হাসপাতালগুলিতে নিয়মিত চিকিৎসার পাশাপাশি সামরিক অভিযান, দুর্ঘটনা, গুরুতর আঘাত এবং জরুরি পরিস্থিতিতেও চিকিৎসা পরিষেবা দিতে হয়। কর্মসূচিতে প্রায় ৫০০ স্বেচ্ছাসেবী রক্তদাতার অংশগ্রহণ তাই ‘সেবা সর্বাত্রে’ নীতিকে আরও শক্তিশালী করেছে। নিয়মিত স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে প্রতিটি যোগ্য নাগরিকই মানুষের জীবন রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন—এই বার্তাই তুলে ধরল ‘সিঁদুর মহারক্তদান যাত্রা’।

শিল্প বিপ্লবের

প্রথম পাতার বাকি অংশ
অনুসরণকারী দেশ হিসেবে থাকলে চলবে না। বরং ভারত এমন একটি দেশ হয়ে উঠতে চায়, যার প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং সক্ষমতাকে অন্য দেশগুলি অনুসরণ করবে। এই লক্ষ্য অর্জনে সরকার ও শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা প্রয়োজন। সরকার ও বেসরকারি ক্ষেত্রের মধ্যে অতীতের সংশয় কাটিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ওপর জোর দেন তিনি। তাঁর মতে, উভয় পক্ষকে একে অপরের কাছ থেকে শিখে কার্যকর পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করতে হবে এবং বৃহত্তর সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশের প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। শেষে তিনি বলেন, ভারতের বৃহত্তর উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং অর্থনৈতিক লক্ষ্য পূরণে ‘সমগ্র সরকার এবং সমগ্র জাতি’-র সমন্বিত উদ্যোগ অপরিহার্য। আগামী শিল্পবিপ্লবের সুযোগ কাজে লাগিয়ে ভারতকে বিশ্বে আরও শক্তিশালী প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সরকারি প্রতিষ্ঠান, শিল্পক্ষেত্র, গবেষণা সংস্থা এবং তরুণ প্রজন্মকে একসঙ্গে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

রাষ্ট্রপতি রঙ

প্রথম পাতার বাকি অংশ
সৃষ্টি হয়। এরপর থেকে সীমান্তবর্তী এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষায় পুদুচেরি পুলিশ ধারাবাহিকভাবে নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। কোভিড-১৯ অতিমারির সময় পুদুচেরি পুলিশের ভূমিকার কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেন অমিত শাহ। অভূতপূর্ব সেই সংকটের সময় সামনের সারিতে থেকে মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং সাহসের সঙ্গে কর্তব্য পালন বাহিনীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। অমিত শাহ আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার গত ১২ বছরে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির উন্নয়ন ও প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে একাধিক পদক্ষেপ করেছে। পুদুচেরির পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে ২,২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে জাতীয় সড়ক ৩৩২-এ চার লেনে উন্নীত করার কাজ এবং প্রায় ৩,৪০০ মিটার দীর্ঘ ও ৪৫ মিটার প্রশস্ত সম্প্রসারিত রানওয়ে নির্মাণের কথাও তিনি তুলে ধরেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি, ১৯৫০ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত পুদুচেরির উন্নয়নে কেন্দ্রের তরফে মাত্র ৩,৫০০ কোটি

টাকা দেওয়া হয়েছিল। ২০১৪ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার পুদুচেরির উন্নয়নে ১৩,৭৬২ কোটি টাকা দিয়েছে, যা আগের সময়ের তুলনায় প্রায় চার গুণ। গত নয় বছরে পুদুচেরিতে প্রায় ৩৯,০০০ কোটি টাকার শিল্প বিনিয়োগ আনার ক্ষেত্রেও কেন্দ্র সহায়তা করেছে বলে জানান তিনি। পুদুচেরির সাধারণ মানুষের জন্য কেন্দ্রের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেন অমিত শাহ। লক্ষপতি দিদি, জল জীবন মিশন, আয়ুধান ভারত, শৌচালয় নির্মাণ, বিনামূল্যে খাদ্যদশস্য, উজ্জ্বলা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এবং সরাসরি সুবিধা হস্তান্তরের মতো প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষ উপকৃত হচ্ছেন বলে তিনি জানান। দেশের আইন ও বিচারব্যবস্থার সংস্কারের প্রসঙ্গে অমিত শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ব্রিটিশ আমলে প্রণীত দণ্ডবিধির পরিবর্তে তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন কার্যকর করা হয়েছে। নতুন আইনগুলির লক্ষ্য শুধুমাত্র শাস্তি প্রদান নয়, বরং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নাগরিকদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।



সংবর্ধনা দিন...